(দ্বিতীয় পাতার পর)

মৃত শ্রমিকের মাকে ক্ষতিপূরণের সুপারিশ

উক্ত তদন্তে যা পাওয়া যায় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নরূপ ঃ—

১। ৫০০০ কেজি চা এর বর্জ্য যা আদান প্রদান হচ্ছিল তা সত্য।

২। হঠাৎ পুলিশি বেষ্টনি ছিন্নভিন্ন হওয়ায়, পুলিসের কোন উপায় ছিল না, ম্যানেজমেন্টের লোকজনদের রক্ষা করতে পুলিস গুলি চালায়।

৩। জনতার একত্রিত হওয়ার অভিযোগ বে-আইনি ঘোষনা হয়নি এবং অগ্রিম সতর্কতা ছাড়াও যে গুলি চলেনি তাও প্রমানিত হয়নি।

৪। ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার, মাল ব্লককে রাতে ঘটনাটা জানানো হয়নি যেহেতু তার বাড়ির টেলিফোন খারাপ ছিল।

পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তে আমরা যা জানতে পারলাম তা নিম্নরূপ।

১। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে চা বাগানের ম্যানেজারের অধিকার রয়েছে চা বাগান থেকে চা বিক্রি করা অথবা পাঠানো।

২। মেসার্স লালচাঁদ মুলচাঁদ, পাইকারি বিক্রেতা শিলিগুড়ি, কোলকাতা হেড অফিসে, ১০,০০০ কেজি চা এর বর্জ্য ক্রয় বাবদ ১,৬৬,০০০/- টাকার পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক-এর উপর চেক প্রদান করে।

৩। সহায়ক ম্যানেজার-এর বক্তব্য ঃ বিতর্কিত চা চালানের ইনভয়েস ও অন্যান্য কাগজপত্র যা ট্রাকের ড্রাইভারকে দেওয়া ছিল তা সব নষ্ট হয়ে যায়।

৪। শ্রমিকদের কোন অধিকার নেই এই সমস্ত লেনদেন সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রবেশ করার। যদি তারা এতোটাই উদ্বিগ্ন হয় তবে এ ব্যাপারে তারা তাদের সন্দেহ স্থানীয় পুলিশ বা চা বাগানের মালিককে জানাতে পারতেন। তাদের নিজেদের হাতে বিচার ব্যবস্থা তুলে নেওয়া ঠিক হয়নি।

৬। মৃত হীরালাল বেনিয়ার ময়না তদন্তের রিপোর্টে জানা যায় যে তিনি খুব কাছাকাছি দূরত্ব থেকে গুলিতে মারা যান। সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে একজন শ্রমিক ধারালো একটি অস্ত্র ম্যানেজারের সম্মুখে বার করে এবং শুধুমাত্র তাকে আটকাতে পুলিশ নিকট দূরত্ব থেকে গুলি করে যা উক্ত ব্যক্তির ঘাড়-এর মধ্যে দিয়ে বের হয়ে যায় এবং তিনি মারা যান।

পুলিসের অধিকার আছে নিজেদের আত্মরক্ষা করা এবং নাগরিকদের জীবন রক্ষা করা। সংবিধানের ২১ নং ধারাতে এটা উল্লেখ রয়েছে। এটা মানবাধিকারের অঙ্গ। বিক্ষুব্ধ জনতার জীবন এবং অন্যদের জীবন রক্ষার্থে এটা বলা অযৌক্তিক হবে যে মানবাধিকার রক্ষাতে পুলিশ তাদের জীবন উৎসর্গ করুক। মানবাধিকারের নামে বিরাট মাপের উশৃঙ্খলকে কখনও প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। পুলিশের কাজ আইন যারা রক্ষা করে এবং যারা ভাঙ্গে তাদের মধ্যে সমতা রেখে চলা। পুলিশ প্রথমে শূন্যে গুলি ছোঁড়ে বিদ্রোহী জনতাকে হটাতে, কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। এই ঘটনা প্রমাণ দেয় যে পুলিশ ১৬ রাউণ্ড গুলি ছোঁড়ে ফলে ৬ জন আহত ও ১ জন নিহত হয়। যদিও তখন কয়েকজন লোক আহত হয়েছে যারা কিনা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয় কিন্তু বিক্ষুব্ধ জনতার সঙ্গে তারা মিশে যাওয়ার ফলে এইরূপ ঘটে যায়।

এই ঘটনা এবং যাবতীয় নথিপত্র থেকে এটাই প্রমাণিত হয় না যে এ্যলবার্ট টোপো বিক্ষুব্ধ জনতার একজন অথবা এই ঘটনার সঙ্গে তিনি প্রকাশ্যে জড়িত। তিনি যে গুলি দ্বারা আহত হন তা হতে তিনি আরোগ্যলাভ করেন নি। তাকে এন. আর. এস. হাসপাতাল, কোলকাতাতে পাঠানো হয় চিকিৎসার জন্য এবং অবশেষে এস. এস. কে. এম. হাসপাতাল, কোলকাতাতে পাঠানো হয়। তার পরিবারের লোকজনকে তার প্রাথমিক চিকিৎসা সংক্রান্ত কিছু খরচ করতে হয়। ন্যায় বিচারের স্বার্থে কিছু ক্ষতিপূরণ তার জীবিত মাকে দেওয়া উচিত।

হীরালাল বেনিয়ার-এর একজন পারিবারিক সদস্যকে রাণীচেরা চা-বাগানের ম্যানেজমেন্ট চাকরী দেয়। সুতরাং এজন্য আমরা কোন কিছু সুপারিশ করছি না। কমিশন সুপারিশ করছে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ২০,০০০ টাকা এ্যলবার্ট টোপোর মাকে দেওয়া হউক।

ময়না-তদন্তের ভিডিও নিয়মে পরিবর্তন চায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আদালত হেফাজতে কোন মৃত্যুর ময়না-তদন্তের ভিডিওগ্রাফি সংক্রান্ত নির্দেশাবলীর সংশোধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

২১শে ডিসেম্বর, ২০০১ তারিখে প্রেরিত এক চিঠিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি বিচারপতি জে. এস. ভার্মা সকল রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্য প্রশাসকদের জানিয়েছেন যে কমিশনের নিকট প্রেরিত আদালত হেফাজতে ঘটা মৃত্যুর মামলাগুলির বিশ্লেষণের ফলে এই ধরণের মৃত্যুর ভিডিওগ্রাফি সংক্রান্ত নির্দেশাবলীর পুনঃপরীক্ষার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন কিছু কারাগার কর্তৃপক্ষ নির্দেশিত ব্যবহারিক সুবিধা-অসুবিধার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই পুণঃপরীক্ষাকে বিচার করতে হবে।

একটি সমীক্ষার ফলে দেখা গেছে যেখানে পুলিশ হেফাজতে ঘটা মৃত্যুর অধিকাংশই হল কারাগারে হিংস্র অত্যাচারের ফল, সেখানে জেল হেফাজতে ঘটা বেশীরভাগ মৃত্যুর কারণ হল কারাগারে চিকিৎসায় অবহেলার দরুণ ভয়াবহ হয়ে ওঠে অসুস্থতা।

১৯৯৫ সালে কমিশন সকল রাজ্যকে বিভিন্ন হেফাজতে ঘটা মৃত্যুর ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমিশনকে তা জানানোর এবং পরে ময়না-তদন্তর প্রতিবেদনসহ সকল প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে।

যদিও কমিশন মনে করে যে ময়না-তদন্তর পরীক্ষা সকল মামলায় জরুরী তবু তার মতে উক্ত পরীক্ষায় ভিডিওগ্রাফির প্রয়োজন কিয়ৎ পরিমাণ লাঘব করা যেতে পারে।

অভিযোগ দাখিলের পদ্ধতি

ভুক্তভোগী বা তার পক্ষে কোন ব্যক্তি ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিয়ে লিখিত দরখাস্ত কমিশনে দাখিল করতে পারে।

কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী দপ্তর, আধিকারিক বা কর্মচারী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ কমিশনে গ্রহণ করা হয়।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার তারিখ থেকে এক বৎসরের মধ্যে অভিযোগ দাখিল করতে হবে। অভিযোগ দাখিল করতে ষ্ট্যাম্প, কোর্ট ফী বা খরচ লাগে না।

পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের কার্য্যালয়
ভবানী ভবন (তৃতীয় তল)
৩১নং বেল্‌ভেডিয়ার রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭
টেলিফোন নং ঃ ৪৭৯-৭৭২৭, ৪৭৯-১৬২৯, ৪৭৯-১৬৪৭
ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-৪৭৯-৯৬৩৩
ই-মেইল ঃ wbhrc@cal3.vsnl.net.in

সম্পাদকমণ্ডলী ঃ শ্রী মুকুল গোপাল মুখার্জী, সভাপতি, অধ্যাপক (ডঃ) অমিত সেন, সদস্য, শ্রী শঙ্কর কোয়ারী, রেজিষ্টার,
পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের শ্রী রূপায়ন দে, জনসংযোগ আধিকারিক কর্তৃক ভবানী ভবন থেকে প্রকাশিত এবং সুসমো এন্টারপ্রাইজ, হাওড়া-২ দ্বারা মুদ্রিত।